আমাদের সময়

তারিখ 01 JAN 2015
পৃষ্ঠা ০২ কলাম ৪

নতুন বছরে শিক্ষা নিয়ে বিশিষ্টজনের ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই স্লোগান যথার্থ হবে শিশুদের সুশিক্ষায় গড়ে তুলতে পারলেই। আর এটা সম্ভব হবে মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতের মাধ্যমেই। নতুন শিক্ষাবর্ষে ভালো লেখাপড়া হবে এমন প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী গতকাল এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন।

শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে হতাশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, শিক্ষা গবেষণায় বাজেটে বরাদ্দ মাইক্রোস্কোপ দিয়েও দেখা যাবে না। অথচ আমরা কৃষি গবেষণায় সামান্য বরাদ্দ দিয়েও পাটের জিন আবিষ্কারের মতো সফলতা পেয়েছি। তিনি বলেন, শিক্ষায় এমসিকিউ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, শিক্ষার মান উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে, ৮ম শ্রেণিতে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ করার কথা বলা হচ্ছে– এসব করতে তো গবেষণার প্রয়োজন; কিন্তু সে মাপের গবেষক কই?

নতুন বছরে ভালো লেখাপড়ার প্রত্যাশা রেখে শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ। গতকাল তিনি আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষা গবেষণায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। আমাদের শিক্ষানীতি আছে কিন্তু এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ নেই। শিক্ষানীতি জাতীয় সংসদে পাস হলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না কেন? শিক্ষানীতিতে থাকা শিক্ষকদের মর্যাদার জায়গাটা গেল কোথায়? অথচ নীতিতে না থাকলেও প্রাথমিক পরীক্ষা ব্যবস্থা চলছেই। এতে প্রচুর অর্থও ব্যয় হচ্ছে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে তিনি আরও বলেন, শিক্ষা খাতে ১৪ ভাগ বরাদ্দ বৃদ্ধি করুন। আর কথা না বলে তা বাস্তবায়ন করুন, তাহলেই দেশ লাভবান হবে।